Page No 62 Page No 63

দৈনিক যুগশঙ্খ ১৭/৭ যুগশঙ্খ

এনআরসিতে প্রকৃত ভারতীয়দের নাম তুলতেই হবে

লামডিঙে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন 'গণমঞ্চ' নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, লামডিং, ১৬ জুলাই : [illegible] নাগরিকপঞ্জি [illegible] নবায়নকে কেন্দ্র করে [illegible] বাঙালিদের [illegible] থাকার আহ্বান জানান লামডিং গণমঞ্চ।

বাঙালিদের [illegible] এক [illegible] সামনে আসছে বলে [illegible] প্রকাশ করে গণমঞ্চ [illegible]। এক বিশেষ সভায় [illegible] এনআরসি-তে বাঙালিদের নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন সংগঠনটির সদস্যরা। অথচ ভারতের আদি বাসিন্দা বাঙালিরা একাংশ ক্ষমতালোভী নেতার খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন বিভিন্ন স্থানে। সেসময় বাঙালিদের আশ্বাস দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের কথা বিশ্বাস করে ধর্মীয় সন্ত্রাসের বলি হয়ে যাঁরা এদেশকেই 'আপন' বলে জেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আজও তাঁরা বঞ্চিত সবদিক থেকে। এখানে বাঙালি মানেই 'বিদেশী'। 'ডি' ভোটার। নানা সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে সন্ত্রাসের বলি হতে হয়েছে এই মানুষগুলিকে। অবশেষে বাঙালিদের অস্তিত্ব বিপন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হলো।

লামডিং গণমঞ্চের সভাপতি রত্নেশ্বর রায়, সম্পাদক ধীরাজ দে সহ অনিমেষ মজুমদার, স্বপন দাস, তাপস দাস, সঞ্জয় রায় কর্মকার, প্রণব চৌধুরী প্রমুখ বক্তারা বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কথায় ভরসা রেখে পদে পদে ঠেকতে হয়েছে বাঙালিদের। ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালিদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে কিছু সংগঠন বা দল নিজেদের আখের গোছাতে হয়তো সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার ফলস্বরূপ সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে চলেছে হিন্দু বাঙালিরা। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও দল বা নেতাদের কথায় ভরসা না করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নিজেদেরই করার আহ্বান জানায় গণমঞ্চ।

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বাঙালিদের এনআরসি ফর্ম পূরণে এগিয়ে আসার আহ্বান

নাগরিকপঞ্জিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করার কাজকে সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা দিয়ে যতদূর সম্ভব নথিপত্র জোগাড় করে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য লামডিংবাসীর কাছে আবেদন জানায় গণমঞ্চ।

এই কাজে গণমঞ্চ এবং বাঙালি যুবছাত্র ফেডারেশন যতদূর সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি বলেও বক্তারা জানান। প্রকৃত ভারতীয় বাঙালি নাগরিক, যাঁদের অনেকেই অজ্ঞতাবশত বিভিন্ন কারণে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রাখেননি — তাদের নামও যাতে কোনওমতেই এই গুরুত্বপূর্ণ তালিকে থেকে বাদ না পড়ে তারজন্য এনআরসি র যাবতীয় প্রক্রিয়া সরলীকরণের জন্যও দাবি জানানো হয় লামডিং গণমঞ্চের তরফে।

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে ২০১২-র ২১ জুলাই বরপেটা কাণ্ডের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা!

তারকেশ্বর পাল, ধুবড়ি, ১৬ জুলাই : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়নকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বিভিন্ন দল এবং সংগঠনের বিবৃতির লড়াইয়ের রাজনীতি বর্তমানে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে মানুষকে যে আর বোকা বানানো যাবে না তা সব রাজনৈতিক দলের নেতারাই ইতিমধ্যে টের পেয়েছেন। রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ করেই যে রাজনৈতিক নেতারা এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়াকে দাবার চাল হিসাবে ব্যবহার করছেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিবৃতি দিয়ে যে আর কাজ হাসিল হবে না সেটা বুঝতে পেরেই বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে অতিরিক্ত হলফনামা জমা দেওয়ার রণনীতি শুরু করেছে একাংশ দল-সংগঠন। এনআরসি নিয়ে বিপাকে পড়া মানুষের জন্য তাঁরা কিছু করছেন এটা বোঝানোই এসব দল ও সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। যাতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় জোর গলায় বলতে পারেন তাঁরা মানুষের দুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট ছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ২০০৯ সাল থেকে আসাম পাবলিক ওয়ার্কস এবং ২০১২ সাল থেকে অসম সম্মিলিত মহাসভার নাগরিকপঞ্জি সংক্রান্ত মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। এতদিন ধরে এসব দল ও সংগঠন এব্যাপারে সক্রিয় হয়নি কেন? এতদিন পর তাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙলো। ▷ *এরপর নয়ের পাতায়*

ধুবড়ির একটি এনআরসি সেবাকেন্দ্রে আবেদনপত্র জমার কাজ শুরুই হয়নি

যুগশঙ্খ 17/7/2015

তারকেশ্বর পাল, ধুবড়ি, ১৬ জুলাই : রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নবায়নের আবেদনপত্র বা এনআরসি ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই হওয়া সত্ত্বেও ধুবড়ির একাংশে এনআরসি সেবা কেন্দ্রে ফর্ম জমা নেওয়া এখনও শুরু করা হয়নি। ফর্ম জমা নেওয়া জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আজ পর্যন্ত ডাউনলোড না-করার জন্যই ফর্ম জমা নেওয়া যায়নি। ধুবড়ির ধর্মশালায় অবস্থিত বিডিও অফিসের এনআরসি-র সেবা কেন্দ্রে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ফর্ম জমা দিতে না পারা হাজারেরও বেশি মানুষের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলকাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বন্দিয়ারতালিকা ব্রহ্মপুত্র এবং বন্দিয়ারতালিকা চর এলাকার প্রায় ৩৫০টি পরিবারের ফর্ম জমা দেওয়ার কেন্দ্র ধর্মশালার বিডিও অফিস। দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা কেন্দ্রের এই গ্রাম দুটির মানুষ প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরত্বে থাকা ধর্মশালার বিডিও অফিসের এনআরসি সেবাকেন্দ্রে ফর্ম জমা দিতে এসে প্রতিদিন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কারণ ফর্ম নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আজ পর্যন্ত ডাউনলোড হয়নি। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। জেলা প্রশাসন উদাসীন।

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে ২০১২-র ২১ জুলাই বরপেটা কাণ্ডের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা!

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়া [illegible] থেকেই রাজ্যের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মধ্যে [illegible] নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায়। এই পরিস্থিতি বর্তমানেও [illegible] নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ২০১০ সালের [illegible] জুলাই বরপেটা ভয়ানক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের ওপর সেদিন [illegible] পুলিশ [illegible] ওই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। এরপর বরপেটা এবং [illegible] এনআরসি-র পাইলট প্রজেক্টের কাজ সরকার স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে এনআরসির মডালিটির ক্ষেত্রে কিছু নতুন নথির সংযোজন করা হয়।

এবারও নাগরিকপঞ্জি নবায়নকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কিনা ভবিষ্যতেই বোঝা যাবে। বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং রোহিন্টন ফলি নরিম্যানকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে এনআরসি-র শুনানি চলছে। এই ডিভিশন বেঞ্চের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে রাজ্যে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়ায় নানা খামতি তথা ত্রুটি দূর করে মডালিটি সংশোধনের আর্জি জানিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে অতিরিক্ত হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি চলাকালে রাজ্য সরকারের কৌঁসুলি দাবি করেন, নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়ায় যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তাতে ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কারণ উপযুক্ত নথিপত্রের অভাবে বহু প্রকৃত নাগরিকের নাম এনআরসি থেকে বাদ পড়তে পারে।

ফলে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, এনআরসি নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকেই করতে হবে। না হলে আদালত উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে সক্ষম। পুরো বিষয়টি রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (আরজিআই) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। ফলে এব্যাপারে রাজ্য সরকারের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কারণ নেই বলে আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়। এনআরসি নিয়ে বর্তমানের নিয়মকানুন বহাল রাখে গত মঙ্গলবারের শুনানিতে।

নাগরিকপঞ্জি নবায়নের ফরম জমা দেওয়ার সময় বাড়ানো হবে কি না এখনও স্পষ্ট নয়। আসলে বাইরের অর্থাৎ ভিনরাজ্যের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম নাগরিকপঞ্জিতে উঠবে কি না তাও পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। গত মঙ্গলবারের শুনানিতে এই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। আগামী মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ফের শুনানি হওয়ার কথা। সেদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ভুক্তভোগী মানুষ।